কৃষিই সমৃদ্ধি

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫৮ ❑ মে-জুন ❑ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ ❑ ১৮ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ❑ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ❑ ১৪৪৬ হিজরি

গাজীপুরে বিএডিসি'র কাশিমপুর উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে নির্মিত কাঁঠালের ভাস্কর্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ রুহুল আমিন খান
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১), বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
মোঃ ওসমান ভুইয়া
সদস্য পরিচালক (অর্থ)

মোঃ ইউসুফ আলী
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)

মোঃ মজিবর রহমান
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)

ড. কে, এম, মামুন উজ্জামান
সচিব

সম্পাদক
মঈনুল ইসলাম
ই-মেইল : biswasrakeeb@gmail.com

সার্বিক সহযোগিতায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ, ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
এস এ এম সাঈব
জনসংযোগ কর্মকর্তা

মুদ্রণে : এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন
১১২/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৯৭১৭৮৮৫৩৩

সম্পাদকীয়

গ্রীষ্মকাল খররৌদ্রের সময়। বৈশাখের ঝড়ো হাওয়া আর জ্যৈষ্ঠের ভীষণ তাপের বাইরে গ্রীষ্মকালের অপর নাম 'মধু মাস'। এ মাসে আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, লিচুসহ নানা ধরনের ফলের সমাহার হয়। গ্রাম থেকে শহরে সুস্বাদু পাকা ফলের সুমিষ্ট ঘ্রাণে হৃদয় আকুল হয়। এসময় দেশীয় ফল খেয়ে শরীরের নানা ধরনের ভিটামিনের অভাব পূরণ করা সম্ভব হয়। এ কারণে ফল গাছ থেকে পাড়া এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম পালন করা জরুরি। কীটনাশক ও সার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সচেতন হতে হয়। গ্রীষ্মের পরেই আসে বর্ষাকাল। এই সময় ফলজসহ সব ধরনের বৃক্ষরোপণের জন্য উপযুক্ত সময়। সাধারণত জুন থেকে আগস্ট এই সময় বাংলাদেশের মাটি, আবহাওয়া ও পরিবেশ বৃক্ষরোপণের জন্য সবচেয়ে কার্যকর সময়। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বাংলাদেশের কৃষির বীজ, সেচ ও সার সরবরাহ করে কৃষি উন্নয়নে বৈপ্লবিক ভূমিকা রেখে চলেছে। এই মৌসুমেও ধান, গম, ভুট্টা, পাটের পাশাপাশি বিএডিসি ফলজ গাছের চারা উৎপাদন করেছে। বাণিজ্যিক অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ থেকে মানসম্মত দেশি ও বিদেশী উচ্চফলনশীল জাতের ফলজ বৃক্ষ সংগ্রহ করা যাবে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এবং কখনো উপজেলা পর্যায়েও বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উংয়ের আওতায় উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে উন্নতমানের ফলের চারা উদ্যোক্তা ও কৃষকপর্যায়ে স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা হয়। দেশে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে কৃষিতে এসব উদ্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আধুনিক যুগে ডিজিটাল মাধ্যমে জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বুঝিয়ে সামাজিক বনায়নকে ত্বরান্বিত করতে হবে। একই সাথে কীভাবে প্রাকৃতিক কৃষির মাধ্যমে প্রাণ ও প্রকৃতিকে সুরক্ষা করে বৃক্ষসংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় সেটিও চিন্তা করতে হবে।

ভেতরের পাতায়.....

আম রপ্তানি বাড়াতে সরকার কাজ করছে- কৃষি উপদেষ্টা.....০৩
কৃষির উন্নয়নে জাপানের অংশীদারত্ব আরও বৃদ্ধি করা হবে- কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা.....০৪
কৃষির জন্য নেয়া হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা-কৃষি সচিব.....০৫
রাঙ্গামাটিতে বীজগুদাম নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান.....০৬
কৃষকের ভাগ্য বদলে দিল বিএডিসির সেচ প্রকল্প.....০৭
কৃষির মহাজ্ঞানকোষ 'খামারি' মোবাইল অ্যাপ হোক কৃষক ও উপকারভোগীদের নিত্যসঙ্গী.....০৮
বিএডিসি'র দত্তনগর খামারে অনুষ্ঠিত হলো হানিফ সংকেতের 'ইত্যাদি'.....১০
বিএডিসি'র বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন করার নিয়ম.....১১
মধুমাসের মধুর ফলের উপকারিতা.....১২
ভেজাল সার চেনার উপায়.....১৫
প্যাকেট ও কার্ড দেখে ভাল বীজ চেনার উপায়.....১৬
শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি.....১৭

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

আম রপ্তানি বাড়াতে সরকার কাজ করছে- কৃষি উপদেষ্টা

কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, বিদেশে বাংলাদেশের আমের বিপুল চাহিদা রয়েছে। আম রপ্তানি বাড়াতে সরকার কাজ করছে।

উপদেষ্টা গত ২৮ মে ২০২৫ তারিখে রাজধানীর ফার্মগেটস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে আম রপ্তানি উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মো: মাহমুদুর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো: ছাইফুল আলম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. নাজমুন নাহার করিম উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি উপদেষ্টা বলেন, আমের উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়াতে হবে। রপ্তানি বাড়াতে প্রকল্পের মাধ্যমে আম উৎপাদন করা হচ্ছে। আম চাষীদের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে কৃষি প্রণোদনা দেয়া হবে। স্বল্প মূল্যে হর্টিকালচার সেন্টার হতে কৃষকরা উন্নত জাতের আমের চারা পাবেন। প্রণোদনার মাধ্যমে হর্টিকালচার সেন্টারে আমের চারা উৎপাদন বাড়াতে উপদেষ্টা নির্দেশ দেন।

রাজধানীর ফার্মগেটস্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে আম রপ্তানি উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফট্যানেন্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী

উপদেষ্টা কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে সকলকে আহবান জানিয়ে বলেন, সবারই কথা বলার জায়গা আছে, কিন্তু কৃষক ভাইদের কথা বলার কোন জায়গা নেই। কৃষক যাতে উৎপাদিত ফসলের দাম পায়। দেশে কৃষি জমির পরিমাণ কমলেও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাজের কারণে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়েছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, আম চাষের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান বাগানে কিভাবে ফলন বাড়ানো যায় সে প্রযুক্তি ও জাত উন্নয়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে জোর দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে আম চাষী ও রপ্তানিকারকগণ বাগানে আমের ব্যাগিং, প্যাকিং, পরিবহণ, প্রণোদনাসহ বিভিন্ন সমস্যার কথা জানালে উপদেষ্টা বিষয়গুলো সমাধানে কাজ করার আশ্বাস দেন।

এর আগে উপদেষ্টা আম রপ্তানি উদ্বোধন করেন।

উল্লেখ্য, ঐদিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, সৌদি আরব, কাতার ও বাহরাইন এ পাঁচটি দেশে ১৩ টন আমের চালান যায়।

কৃষকবান্ধব প্রতিষ্ঠান বিএডিসিকে আরও এগিয়ে নিতে হবে -বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'পাবনা-নাটোর-সিরাজগঞ্জ জেলায় ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্পের প্রধান দপ্তর পাবনায় সেচ ভবনে ৪ মে থেকে ৮ মে পর্যন্ত ইজিপি/পিপিআর দক্ষতাবিষয়ক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরতে প্রকল্প পরিচালক জনাব এবিএম মাহমুদ হাসান খান বলেন, '১৯৯৮ সাল থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রকল্পটির মাধ্যমে এ অঞ্চলের কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে রয়েছে ঐতিহাসিক ভিত্তি।'

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী দিবসে ভার্চুয়ালি আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মো. রুহুল আমিন খান বলেন, বিএডিসি নিয়মিতভাবে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এটি একটি কৃষকবান্ধব প্রতিষ্ঠান।

পানাসি প্রকল্প প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে এটি তাৎপর্যপূর্ণ। এ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষকেরা উপকৃত হয়েছেন। তিনি সব অনিয়ম ও দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে বিএডিসি'র কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানান।

কৃষির উন্নয়নে জাপানের অংশীদারত্ব আরও বৃদ্ধি করা হবে- কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, জাপান বাংলাদেশের উন্নয়নে অন্যতম প্রধান অংশীদার ও পরীক্ষিত বন্ধু। জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)-এর মাধ্যমে দেশটি বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে আসছে। আগামী দিনে বাংলাদেশের কৃষি খাতের উন্নয়নে জাপানের অংশীদারত্ব আরও বৃদ্ধি করা হবে।

উপদেষ্টার সঙ্গে গত ৩০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত Saida Shinichi-এর সাক্ষাৎকালে তিনি এসব কথা বলেন।

বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে কৃষি খাতে সহযোগিতা বিশেষ করে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ, ফসলের পোস্ট-হার্ভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও সংরক্ষণ, জলবায়ু ও স্মার্ট কৃষি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, ২০২৭ সালে জাপানের ইয়োকোহামাতে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক হর্টিকালচার এক্সপো'তে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ, কৃষি বিষয়ক জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা, নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পুলিশ সংস্কার, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইস্যুসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠকের শুরুতে রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, জাপান বাংলাদেশের অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আগামী দিনগুলোতে এ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে।

স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত Saida Shinichi-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, ২০২৭ সালে জাপানের ইয়োকোহামা'তে 'আন্তর্জাতিক হর্টিকালচার এক্সপো' অনুষ্ঠিত হবে। তিনি এ আন্তর্জাতিক এক্সপো'তে বাংলাদেশকে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানান।

উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। আর জাপান কৃষি খাতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারকারী দেশ। তাই জাপান বাংলাদেশের কৃষি খাতে বিশেষ করে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ, ফসলের পোস্ট হার্ভেস্ট ম্যানেজমেন্ট ও সংরক্ষণ, জলবায়ু ও স্মার্ট কৃষি, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি খাতে সহযোগিতা করতে পারে। তিনি বলেন, জাপান বাংলাদেশের কৃষি পণ্য সংরক্ষণে আধুনিক হিমাগার স্থাপন ও কুলিং ভ্যান সরবরাহ করে সহযোগিতা করতে পারে। তাছাড়া জাপান আমাদেরকে আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি দিয়ে সহায়তা করতে পারে। তিনি এ সময় রাষ্ট্রদূতকে বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, কৃষি বিষয়ক দু'দেশের জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সর্বশেষ সভা ২০২৪ সালের মে মাসে জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্রুত এ সংক্রান্ত পরবর্তী সভা আয়োজন করা দরকার। উপদেষ্টা জানান, জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের পরবর্তী সভা এ বছরের অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ সভা আয়োজনের বিষয়ে বাংলাদেশ সব ধরনের সহযোগিতা করবে।

বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূতের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা বলেন, বর্তমানে ঢাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। তবে এটির আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে এবং আমরা এ ব্যাপারে চেষ্টা করে যাচ্ছি। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন হবে জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, তখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির কোনো সুযোগ নেই, বরং দিন দিন এটির উন্নতি ঘটবে বলে আমি আশা করছি।

পুলিশের সামর্থ্য ও গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, ৫ আগস্ট পরবর্তী পরিস্থিতির তুলনায় বর্তমানে পুলিশের সামর্থ্য, মনোবল ও বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি বেড়েছে। তিনি এসময় আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় জাপানের সহায়তা কামনা করেন। তাছাড়া

(বাকি অংশ ৫ পৃষ্ঠায়)

কৃষির জন্য নেয়া হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা-কৃষি সচিব

রাজধানীর বেইলি রোডস্থ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান

কৃষি উৎপাদনকে টেকসই ও যুগোপযোগী করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। ২০৫০ সাল পর্যন্ত সবার জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চয়তা দিতে এ পরিকল্পনার গ্রহণ করা হচ্ছে। অন্তবর্তীকালীন সরকারের মেয়াদেই এ পরিকল্পনা চূড়ান্ত হবে।

গত ২১ মে ২০২৫ তারিখ বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডস্থ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এসব তথ্য জানান।

কৃষি সচিব জানান, দেশের কৃষিকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের সেবাসমূহ একটি ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের (এমআইএস) আওতায় আনা হবে। দেশের প্রতিটি ভূমি মৌজাকে ডাটাবেজের আওতায় এনে সার, বীজ, বালাইনাশক, সেচ, ফসল বৈচিত্র্য, আবহাওয়া, রোগবালাই কৃষিসংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সন্নিবেশিত একটি মোবাইল অ্যাপ 'খামারি' চালু করা হচ্ছে। এ অ্যাপের মাধ্যমে কৃষক তাঁর জমিতে কোন মৌসুমে কী ফসল চাষ করতে হবে তার পরিচর্যা থেকে শুরু করে ফসল উঠানো পর্যন্ত সকল তথ্য ও সেবা পাবে।

দেশের শিক্ষিত নারী ও তরুণদের কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার দীর্ঘ মেয়াদে কাজ করবে। কৃষিসংশ্লিষ্ট বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ীদের সক্ষমতা বাড়াতে সরকার সচেষ্ট বলেও ব্রিফিংয়ে জানানো হয়।

সচিব জানান, চলতি বছরে দেশে ফসলের উৎপাদন ভালো হয়েছে। ধান ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন সন্তোষজনক। পঁচনশীল শাক-সব্জি, আলু ও পিঁয়াজ সংরক্ষণে আধুনিক হিমাগার ও সংরক্ষণাগার তৈরি করা হচ্ছে।

গত বছর আগস্টে অকস্মাৎ বন্যায় দেশের ২৩ টি জেলায় ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বিশেষ প্রণোদনা ও তদারকির মাধ্যমে সে সংকট কাটিয়ে উঠতে কৃষকদের সহযোগিতা করা হয়েছে।

সরকারের সঠিক পদক্ষেপ ও নেতৃত্বের কারণে সার ক্রয়ের বিশাল অঙ্কের বকেয়া পরিশোধ করে দেশে সারের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। দেশে বর্তমানে কোন সার সংকট নেই।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এর সাম্প্রতিক চীন সফরের পর বাংলাদেশ থেকে চীনে কৃষি পণ্য বিশেষ করে আম রপ্তানির বিষয়ে সরকার জোরালোভাবে কাজ শুরু করে। চলতি মাসেই দেশ থেকে আমের চালান চীনে যাবে। দেশে আম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২৭ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানে কয়েকটি দেশে আম রপ্তানি হচ্ছে। আমের নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান ও রপ্তানির লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

আমের পাশাপাশি কাঁঠাল ও অন্যান্য ফল রপ্তানির জন্য সরকার কাজ করছে।

চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রণোদনার মাধ্যমে আম চাষে কৃষকদের সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে বলে ব্রিফিংয়ে জানানো হয়।

ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিকুল আলম ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

কৃষির উন্নয়নে জাপানের অংশীদারত্ব আরও বৃদ্ধি করা হবে

(৪ পৃষ্ঠার পর)

তিনি নৌপুলিশ ও কোস্টগার্ডকে পেট্রোল ভেসেল ও আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সহযোগিতা এবং অধিক সংখ্যক পুলিশ সদস্যকে জাপানে উন্নত প্রশিক্ষণে প্রেরণের জন্য রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ করেন। রাষ্ট্রদূত জানান, আগামী ইন্টারপোল নির্বাচনে নির্বাহী কমিটির সদস্য পদে জাপানের পক্ষ থেকে মনোনয়ন প্রদান করা হবে। উপদেষ্টা এ পদে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাপানকে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস প্রদান করেন।

বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয় ও জাপান দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

রাঙ্গামাটিতে বীজগুদাম নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান

গত ৩ মে থেকে ৪ মে, ২০২৫ তারিখে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান রাঙ্গামাটি জেলায় বিএডিসি'র কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সার্কেল প্রকল্প পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মাহমুদুল আলম, যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি, ও রাঙ্গামাটি স্যার, উপপরিচালক, বীজ বিপণন, চট্টগ্রাম, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিএডিসি, রাঙ্গামাটি ও অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। বিএডিসি রাঙ্গামাটি রিজিওনাধীন সকল রিজিওন, জোন ও ইউনিটের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীও এসময় উপস্থিত ছিলেন।

রাঙ্গামাটি সদরে নতুন বীজগুদাম নির্মাণ সাইটে কাজের উদ্বোধন করেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান সার্কিট হাউসে অবস্থানকালে জেলা প্রশাসন রাঙ্গামাটির পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। জেলা প্রশাসক এসময় বিএডিসির কার্যক্রম নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। পরে চেয়ারম্যান কৃষকপর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটি সদরে নতুন বীজগুদাম নির্মাণ সাইটে কাজের উদ্বোধন করেন। তিনি কাঁঠালতলী সারগুদামও পরিদর্শন করেন। এছাড়া চেয়ারম্যান রাঙ্গামাটি সেচ কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন এবং আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে উপস্থিত সকলের সাথে মতবিনিময় করেন।

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে পানির সংকট নিরসন বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পানির সংকট নিরসন বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

গত ১০ মে থেকে ১১ মে ২০২৫ তারিখ নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় পানির সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে এ উপজেলা পরিদর্শন করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজমুল আহসান, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান।

আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিমাঞ্চল)সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, অধিদপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় তারা বিভিন্ন সাইট ভিজিট এবং কৃষক, সাংবাদিক, সুশীল ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময় করেন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে এ অঞ্চলের পানির সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

কৃষকের ভাগ্য বদলে দিল বিএডিসির সেচ প্রকল্প

কৃষকের ভাগ্য বদলে দিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) সেচ প্রকল্প। শুষ্ক মৌসুমে অল্প খরচে সেচ সুবিধা পাওয়ায় কৃষকরা এক ফসলি জমিকে তিন ফসলি জমিতে রূপান্তর করেছেন।

কৃষকরা জানান, এই সেচ সুবিধায় বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে।

এদিকে, পানির প্রাপ্যতা ও সময়মতো সেচ সরবরাহের ফলে এ বছর ধানের শিষ ভালো হয়েছে। এ ছাড়া, এ বছর রোগ-বালাই তুলনামূলকভাবে কম ছিল বলেও জানান কৃষকরা।

উপজেলার দিলালপুর গ্রামের কৃষক আব্দুল খালেক বলেন, 'আগে পর্যাপ্ত পানি না পাওয়ায় ধানের উৎপাদন কম ছিল। বিগত বছরে যেখানে ৫/৬ মন ধান হয়েছিল, এবার ২৫/২৬ মন ধান হবে।'

কৃষক আব্দুল বারী বলেন, 'আগে যখন ব্যক্তিগত ডিপ টিউবওয়েল বা অন্য উৎসে সেচ দিতে হত, তখন খরচ বেশি পড়তো। এবার বিএডিসির প্রকল্পে অল্প খরচে ধান চাষ করতে পেরেছি।'

'অকেজো ১৪টি গভীর নলকূপ চালুসহ সেচ সুবিধা আরও বাড়ানো হলে কৃষকরা উপকৃত হবেন।'

কৃষকের ভাগ্য বদলে দিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) সেচ ব্যবস্থাপনা

উপজেলা কৃষি অফিস ও বিএডিসি অফিস জানায়, লালপুর উপজেলায় বিএডিসি ও বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২৭টি ও ব্যক্তি মালিকানায় ১৯৫টি বিদ্যুতচালিত পাম্পের মাধ্যমে জমিতে সেচ দেওয়া হচ্ছে। এতে বোরো ধানের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে বোরো ধানের চাষ হয়েছে।

চলতি মৌসুমে ১০৫৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ১০৬৫ হেক্টর জমিতে চাষ হয়েছে। ৬৩৩০ মেট্রিক টন ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে উপজেলা কৃষি বিভাগ।

বড়াইগ্রাম জোনের সহকারী প্রকৌশলী জনাব জিয়াউল হক বলেন, 'বিএডিসির সেচ সুবিধা কৃষকদের জন্য আশির্বাদ। সরকারিভাবে নিয়মিত মনিটরিং ও পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে, যাতে কৃষকরা আরও ভালো ফলন পান। সরকার কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজ করছে। আগামী মৌসুমে আরও নতুন এলাকা এই প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।'

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জনাব প্রীতম কুমার হোড় বলেন, 'সেচ সুবিধার পাশাপাশি কৃষি কর্মকর্তারা মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে সঠিক সময়ে সার ও কীটনাশক প্রয়োগসহ আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির ব্যবহার কৃষকদের ফলন বাড়াতে সহায়তা করেছে।'

সূত্র: ইউএনবি নিউজ

বিএডিসিতে নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ খোরশেদ আলম

গত ১-২ জুন, ২০২৫ তারিখ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তর কৃষি ভবনের সেমিনার হলে কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার ৯ম গ্রেড থেকে ৪র্থ গ্রেডের ৬০ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

গত ১ জুন নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং অধিশাখা) জনাব মোঃ খোরশেদ আলম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র নিয়োগ ও কল্যাণ বিভাগের যুগ্মপরিচালক জনাব মোঃ ইয়াছিন আলী।

গত ২৮ মে থেকে ২৯ মে একই বিষয়ে আরেকটি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপ্ত হয়।

কৃষির মহাজ্ঞানকোষ ‘খামারি’ মোবাইল অ্যাপ হোক কৃষক ও উপকারভোগীদের নিত্যসঙ্গী

মঈনুল ইসলাম, সম্পাদক, জনসংযোগ বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা

কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) ‘খামারি’ শীর্ষক অ্যাপটিকে সামনে আনে। কৃষক, কৃষি উদ্যোক্ত, কৃষি গবেষকসহ যে কেউ এই অ্যাপ্লিকেশনের সহযোগিতায় কৃষি, ফসল, মাটি, বীজ, সেচ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

নিঃসন্দেহে এই অ্যাপটি কৃষক ও উপকারভোগীদের জন্য দেশের অন্যান্য ডিজিটাল সেবার মধ্যে গুণগত মান বিচারে সবার উপরেই স্থান পাবে। এর কার্যকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ফসল মৌসুম অনুযায়ী কৃষক তার জমির উপযোগী ফসল, মাটির উর্বরতামান অনুযায়ী ফসলভিত্তিক সার সুপারিশ, ফসলের জাত, ফলন ও জীবনকাল, ফসল বীজের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে পারবে। এখানে বিভাগ থেকে শুরু করে জেলা, উপজেলা হয়ে তৃণমূল ইউনিয়ন পর্যন্ত কৃষি তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। উপজেলাভিত্তিক উপযোগী ফসল এলাকা, ফসল বিন্যাস, ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি ইত্যাদি তথ্য সম্পর্কেও জানা যাবে।

অ্যাপটি উদ্ভোধনের পরিকল্পনা ও স্বত্বাধিকারী বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)। ভূমি ও মৃত্তিকা বিষয়ক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট। অ্যাপ নির্মাতা হিসেবে ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং-কে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আমরা বর্তমান সংস্করণ ৭.২ নিয়ে এখানে আলোচনা করবো। এন্ড্রায়েড অপারেটিং সিস্টেম ৭.০ এবং এর পরের সকল সংস্করণে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করা যাবে।

অ্যাপটি এন্ড্রোয়েড বা আইওএস উভয় প্লাটফর্মে পাওয়া যাবে। ডাউনলোড করার জন্য এন্ড্রোয়েড স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে প্লেস্টোরে গিয়ে বাংলা বা ইংরেজিতে ‘খামারি বা খামারি অ্যাপ’ লিখলেই এটি চলে আসবে। অ্যাপল অ্যাপস্টোরেও একইভাবে পেতে পারেন।

খামারি অ্যাপের প্রধান ফিচার

খামারি অ্যাপটি ডাউনলোড করার পর কোনো ধরনের নিবন্ধন প্রয়োজন নাই। যারা অ্যাপটি উদ্ধাবন ও উন্নত করতে চিন্তা ও পরিকল্পনা করেছেন তাদের নিবন্ধন ছাড়া সবার জন্য অ্যাপটি উন্মুক্ত করে দেওয়া নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক ভাবনার বাস্তবায়ন। অনেকেই রয়েছেন রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধনের ঝামেলার কারণে অনেক অ্যাপ ব্যবহার করেননা। অন্যদিকে যে কৃষক ও উপকারভোগীদের কথা ভেবে অ্যাপটি বানানো হয়েছে তারাও নিবন্ধনের জটিলতা থেকে মুক্ত থেকে এর পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এবার খামারি অ্যাপের প্রধান ফিচারগুলো সম্পর্কে জানা যাক।

১. প্রচ্ছদ

অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করার পর খুলতে ক্লিক করলেই আপনার মোবাইল ফোনের লোকেশন চালু করার অনুমতি চাইবে। আপনি অনুমতি না দিলেও অ্যাপ্লিকেশনের অধিকাংশ ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন। তবে, আপনার অবস্থান নির্ণয়ের অনুমতি প্রদান করলে তাৎক্ষণিক ঐ স্থানের কৃষি বিষয়ে আপনাকে জানাবে। ম্যানুয়ালি আপনার বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ইত্যাদি বাছাই করতে হবেনা। এই প্রতিবেদন তৈরির সময় (১ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ) ‘লাইভ লোকেশন’ নির্ণয় করতে অ্যাপটি পারছিলোনা। অ্যাপটি ব্যবহার করার জন্য ইন্টারনেট সংযোগ আবশ্যক। তবে আমার মনে হয়, বিএআরসি কর্তৃপক্ষকে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই অ্যাপটি ব্যবহার করার সুযোগ রাখা উচিত। যেহেতু অধিকাংশ তথ্যই আগে থেকে সন্নিবেশিত, সেহেতু ইন্টারনেট ছাড়া কৃষকদের ব্যবহার করতে দিলে সেটি আরো অধিক জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ হবে। এতে ঝড়, বৃষ্টি বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা বিদ্যুৎনির্ভর ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই এই অ্যাপের মাধ্যমে সবাই উপকৃত হওয়ার সুযোগ পাবে। তবে আপাতত ‘সংরক্ষিত তথ্য’ নামে যে ফিচারটি আছে সেটিতে ইন্টারনেট সংযোগের সময় প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে যা অফলাইন বা ইন্টারনেট সংযোগবিহীন ব্যবহার করা যাবে।

‘খামারি’র ইন্টারফেস বাংলা ভাষায়। খুবই সহজে ব্যবহারযোগ্য ইন্টারফেসে ‘হোম’, অন্যান্য এবং ‘অ্যাপ সম্পর্কে’ এ তিনটি অপশন পাবেন। প্রথমেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘ফসল উৎপাদন পরামর্শক’ প্রচ্ছদ উন্মুক্ত হবে। এখানে ‘ফসল উপযোগিতা’, ‘সার সুপারিশ’, ‘ফসল জোন’, ‘ফসল বিন্যাস’, ‘সংরক্ষিত তথ্য’ ও ‘মাটির গুণাগুণ’ বিষয়গুলো পাবেন।

ফসলের উপযোগিতা

‘ফসলের উপযোগিতা’ শীর্ষক মেনুতে কোন অঞ্চলে কী কী ফসল উপযোগী তার বিস্তারিত পাওয়া যাবে। গোটা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের উপযোগী বা অনুপযোগী ফসল সম্পর্কে এখান থেকে জানা যাবে। এখানে দুটি অপশন আছে: অবস্থানভিত্তিক ফসল উপযোগিতা এবং ইউনিয়নভিত্তিক ফসল উপযোগিতা। অবস্থানভিত্তিক বাছাই করলে মোবাইল ডিভাইসের অবস্থান অনুযায়ী তথ্য আসবে। আর ম্যানুয়ালি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন বাছাই করলে মৌসুমভিত্তিক ফসল গ্রুপ এবং উপযোগী ফসলের তালিকা চলে আসবে। যেমন কেউ যদি ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোণা জেলার বারহাট্টা উপজেলার আসমা ইউনিয়ন

বাছাইপূর্বক অনুসন্ধান করে তবে রবি (১৬ অক্টোবর-১৫ মার্চ), খরিফ-১ (১৬ মার্চ-৩০ জুন) ও খরিফ-২ (১ জুলাই- ১৫ অক্টোবর) ফসল গ্রুপ আঁশ, কন্দাল, চিনি, ডাল, তেল, দানাদার, ফল, মসলা, সবজির উপযোগী ফসলের তালিকা দেখতে পারবে। উপরে ডান দিকে সংরক্ষণ করুন বাছাই করে অফলাইনে ব্যবহার করা যাবে।

সার সুপারিশ

'সার সুপারিশ' অংশে অবস্থানভিত্তিক ও ইউনিয়নভিত্তিক তথ্য রয়েছে। কোন ইউনিয়ন বা অঞ্চলে কী ফসল ফলে এবং সেই ফসলের জন্য কী ধরনের সার কী পরিমাণ প্রয়োজন সেটি সার সুপারিশ অংশে পাওয়া যাবে। ফসল অনুসারে অথবা ফসল বিন্যাস অনুসারে তথ্য দেওয়া হয়। 'বিন্যাস' মানে একজন ব্যবহারকারী চাইলে আগে নির্বাচিত ফসলগুলোর বাইরেও নিজের পছন্দ মতো ফসল পছন্দ করে তথ্য পেতে পারেন। 'ফসল বিন্যাস তৈরি করুন' নামের অপশনটিকে ছুঁয়ে প্রয়োজন অনুসারে মৌসুমভিত্তিক ফসল বাছাই করে পাওয়া যাবে। এখানেও সংরক্ষণ করুণ বাছাই করে অফলাইনে ব্যবহার করা যাবে।

ফসল জোন

'ফসল জোন' অংশে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ফসল মানচিত্র দেখা যাবে। জোন ম্যাপ দেখতে বিভাগ, জেলা, উপজেলা বাছাই করে কাঙ্ক্ষিত ফসলেও ওপর 'টাচ' করতে হবে। তারপর বাছাইকৃত ফসলের ইউনিয়ন ও মৌজা সীমারেখাসহ পরিবেশ, জাত, স্থান সম্পর্কে জানা যাবে। ঐ জোনের কৃষি জমির মোট পরিমাণ, মৌসুম ও ফসল, হেক্টর প্রতি 'খুবই উপযোগী', 'উপযোগী' ও 'মাঝারি উপযোগী' ফসলের এলাকাভিত্তিক মানচিত্র দেখা যাবে।

ফসল বিন্যাস

এখানে দুটি অপশন: উপজেলাভিত্তিক বর্তমান ফসল বিন্যাস এবং উপজেলাভিত্তিক লাভজনক ফসল বিন্যাস।

এখানে ফসলের বিন্যাস, প্রতি শতাংশে লাভ, আয়-ব্যয় অনুপাত (ভি.সি) এবং আয়-ব্যয় অনুপাত (টি.সি) দেওয়া আছে। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পছন্দ করে বর্তমান ও মুনাফাসহ লাভজনক ফসলের বিন্যাস দেখা যাবে এবং সংরক্ষণ করে অফলাইনে দেখা যাবে।

সংরক্ষিত তথ্য

'সংরক্ষিত তথ্য' অংশে উপরের প্রতিটি ফিচার ব্যবহার করার পর সংরক্ষণকৃত তথ্য দেখা যাবে। আগেই বলা হয়েছে যে, 'খামারি' অ্যাপটি ব্যবহারের জন্য ইন্টারনেট

আবশ্যক। আর যাদের সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট থাকেনা তারা প্রয়োজনীয় তথ্য 'সংরক্ষণ' করে রাখলে অফলাইন তথা ইন্টারনেট সংযোগবিহীন ব্যবহার করতে পারবেন।

মাটির গুণাগুণ

৬ষ্ঠ ফিচারটি অবস্থানভিত্তিক। প্রতিবেদনটি লেখার সময় ফিচারটি কাজ করেনি। এর মূল সেবা হচ্ছে মোবাইলের লোকেশন জেনে নিয়ে সেই লোকেশন বা অবস্থার মাটির গুণাগুণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা।

২. অন্যান্য

হোম বা প্রচ্ছদের বাইরে 'অন্যান্য' অংশে রয়েছে। এখানে পৃথকভাবে ৭ টি সেবাকে যুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো: কৃষি প্রযুক্তি, কৃষি সেবা, তথ্যচিত্র, আবহাওয়া, আপনার পরামর্শ, কৃষি কল সেন্টার ও দুর্যোগের আগাম বার্তা। নিচে এগুলোর মাধ্যমে প্রাপ্ত সেবা সম্পর্কে জানানো হলো:

কৃষি প্রযুক্তি (কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য)

এখানে 'ফসল নির্বাচন করুন' বাছাই করে কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে। ফসল বাছাই করে সেই ফসলের উন্নত জাত, জমি ও মাটি, বীজের হার, বীজ বাছাই প্রক্রিয়া, বীজ তলা তৈরি, বীজ বপনের সময়, চারার সংখ্যা, রোপণকাল ও রোপণ দূরত্ব, সারের ব্যবহার, সেচের ব্যবহার, পোকামাকড় ও রোগনিয়ন্ত্রণ, ফসল কাটার সময় ও ফসল কাটার পর করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

কৃষি সেবা

'কৃষি সেবা' অংশে কৃষি পরামর্শক বাতায়ন রয়েছে। রয়েছে ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্য ভান্ডার (বাংলাদেশ রাইস নলেজ ব্যাংক)। এখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ নম্বর, সংশ্লিষ্ট কৃষিখাতে অবদানকারী ব্যক্তির পরিচয়, প্রয়োজনীয় ওয়েব লিংকের পাশাপাশি মন্তব্য করার সুযোগ রয়েছে।

এর অভ্যন্তরে **'কৃষি প্রযুক্তি ভান্ডার'** নামে একটি অপশন রয়েছে। এখানে ফসলভিত্তিক অনুসন্ধান করা যাবে। প্রথম ধাপে ফসলের ধরন. দ্বিতীয় ধাপে ফসলের নাম এবং তৃতীয় ধাপে ফসলের জাত দিলে এর বিবরণ, বৈশিষ্ট্য, উপযোগী এলাকা, বপন বা রোপণের সময়, ফসল সংগ্রহের সময়, রোগ বালাই দমন ও সার ব্যবস্থাপনার তথ্য চলে আসবে। 'অন্যান্য প্রযুক্তি' অংশে কৃষি যন্ত্রপাতি, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, বীজ প্রযুক্তি, অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণী, মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, সরেজমিন গবেষণা, শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, কৃষিতত্ত্ব, সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি ও তৈলবীজ নামে আলাদা ফিচার রয়েছে। এসব ফিচারের প্রতিটির মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশাল তথ্যভান্ডার পাবেন। 'প্রশ্ন-করুন' অংশে নাম, মোবাইল নম্বর, ইমেইল, বিষয় দিয়ে নিজের ছবি সংযুক্ত করে প্রশ্ন করার সুযোগ রয়েছে। 'উত্তর/মতামত' অংশে পূর্বে করা বহু প্রশ্ন ও উত্তর সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক অনুসন্ধানেরও সুযোগ রয়েছে। 'যোগাযোগ' অংশে বিভিন্ন বিষয়ে মোবাইল নম্বর ও ইমেইলসহ

'বিশেষজ্ঞের তালিকা' রয়েছে যারা বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। কোনো বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে তাদের সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ নিতে পারবেন।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

এখানে রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্যের তালিকাসহ নানা কিছু আছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্তি রয়েছে।

কৃষি বাতায়ন

'কৃষি বাতায়ন' বিষয়ক জাতীয় ওয়েব পোর্টালের সাথে সংযুক্ত করা। নানা ধরনের পরামর্শ ও প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। রয়েছে পরামর্শ ও প্রশ্ন করার সুযোগেরও ব্যবস্থা। ৩৩৩১ নম্বরে করলে টেলিফোনে কৃষির সকল পরামর্শ দেবে 'কৃষি বাতায়ন'। ১৬১২৩ নম্বরে কল করে স্বল্প খরচে কৃষি বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে।

এআইএস টিউব

এটি এখনো অপূর্ণ। কী আছে সেটি জানা নাই। তবে কৃষি তথ্য সার্ভিসের সাথে এটি যুক্ত বলে ধরা হয়।

বাংলাদেশ কৃষি আবহাওয়া তথ্য পোর্টাল

বাংলাদেশের আবহাওয়া সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্যের সমাবেশ ঘটেছে এখানে

তথ্যচিত্র

'তথ্যচিত্র' অংশে মাটি বিষয়ক তথ্যচিত্র বা ইনফোগ্রাফিক্স দেখা যায়। মাটি কী, মাটির জৈব পদার্থ উন্নয়ন, মাটির জীববৈচিত্র্য, মাটির জৈবিক ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য, মাটির সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা, মাটির পুষ্টি উপাদান, মাটির জৈব পদার্থ, মাটির পিএইচ, মাটির ভৌত বৈশিষ্ট্য এর তথ্যচিত্র রয়েছে। তথ্যচিত্রগুলো অত্যন্ত শিক্ষণীয় এবং আকর্ষণীয় করে তৈরিকৃত। এখানে আরো অধিক তথ্যচিত্র যুক্ত করা জরুরি।

আবহাওয়া

Accuweather যুক্ত রয়েছে।

ঝড়, বৃষ্টি, খরা, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ইত্যাদি তথ্য রয়েছে।

আপনার পরামর্শ

মোবাইল নম্বর ইমেইল দিয়ে মতামত ও পরামর্শ দিতে পারবেন। কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩ ও দুর্যোগের আগাম বার্তা ১০৯০ (টোল ফ্রি) এর মাধ্যমে কৃষি সম্পর্কিত সেবা গ্রহণ করা যাবে।

বিএডিসি'র দত্তনগর খামারে অনুষ্ঠিত হলো হানিফ সংকেতের 'ইত্যাদি'

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর একটি খামারে একুশে পদকপ্রাপ্ত গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব হানিফ সংকেতের উপস্থাপনায় জননন্দিত ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান 'ইত্যাদি' আয়োজিত হয়। গত ৩০ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)তে রাত ৮ টার বাংলা সংবাদের পর প্রচারিত এ অনুষ্ঠানটি ঝিনাইদহের মহেশপুরে অবস্থিত বিএডিসি'র কুশাডাঙ্গা বীজ উৎপাদন খামারের বটতলায় ধারণ করা হয়।

দত্তনগর খামারটিকে কেবল বিএডিসি'র বা দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ খামার হিসেবে নয়, ইত্যাদি অনুষ্ঠানের সূচনাতেই এটিকে এশিয়ার সর্ববৃহৎ খামার হিসেবে তুলে ধরেন নন্দিত উপস্থাপক হানিফ সংকেত।

কালবৈশাখীর তাণ্ডবে পূর্বনির্ধারিত সময়ে 'ইত্যাদি' ধারণ করা সম্ভব হয়নি বলে ফাগুন অডিও ভিশন তাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানায়। উপস্থাপক হানিফ সংকেতও গত ১৯মে এক ফেসবুক পোস্টে জানান যে, রাত ১২টার পর থেকে সারারাত অনুষ্ঠান ধারণ করা হয়। প্রতিকূল আবহাওয়া থাকার পরেও হাজার হাজার জনতা পুরো রাত জেগে ইত্যাদি ধারণকে সহজ করে তোলেন বলে তিনি ভীষণ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

বিএডিসি'র কুশাডাঙ্গা বীজ উৎপাদন খামারের বটতলায় ইত্যাদি অনুষ্ঠান ধারণ করার মুহূর্তে নন্দিত উপস্থাপক হানিফ সংকেত

'ইত্যাদি' তাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে এ পর্ব নিয়ে জানায়, সেই নব্বই দশক থেকেই শেকড়ের সন্ধানে ইত্যাদি স্টুডিওর চার দেয়াল থেকে বের হয়ে যাচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তুলে ধরছে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রত্নিদর্শন, আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থান। তারই ধারাবাহিকতায় এবারের পর্ব ধারণ করা হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে খ্যাত সমৃদ্ধ জেলা ঝিনাইদহে। মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল এশিয়ার বৃহত্তম কৃষি খামার মহেশপুরের দত্তনগরের দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠের মাঝখানে বটবৃক্ষ চত্বরে। 'ইত্যাদি' রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন হানিফ সংকেত। কেয়া কসমেটিক্স লিমিটেডের সৌজন্যে নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন। বরাবরের মত এবারও ইত্যাদির শিল্প নির্দেশনা ও মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন ইত্যাদির নিয়মিত শিল্প নির্দেশক মুকিমুল আনোয়ার মুকিম।

'ইত্যাদি' এর এ পর্বে দত্তনগর খামারের বীজ উৎপাদন নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। ৩০ মে বিটিভিতে 'ইত্যাদি' প্রচারিত হওয়ার পর সারাদেশে বিএডিসি'র ব্যাপারে ইতিবাচক ধারণা আলোচিত হয়।

বিএডিসি'র সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এ পর্বটি দেখে আপ্লুত হন। অনেকেই নিজেদের ফেসবুক টাইমলাইনে শেয়ার করেন। বিএডিসি'র উপপরিচালক ড. মোহাম্মদ আকিকুল ইসলাম তার ফেসবুকে বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রতিবেদনটি শেয়ার করে লেখেন, 'কৃষির গর্ব, দেশের গর্ব, বিএডিসি'র গর্ব'।

বিএডিসি'র বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন করার নিয়ম

কৃষি সমাচার ডেস্ক

প্রতি বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সময় নতুন ডিলার নিবন্ধন এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ডিলারদের নির্ধারিত ফি পরিশোধ করে ডিলারশিপ নবায়নের সুযোগ আসে। বিএডিসি'র বীজ কৃষকদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য বীজ ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়। এছাড়া বিএডিসি'র সারের ডিলার হিসেবে নিবন্ধন পাওয়ার পূর্বশর্ত বীজের ডিলার হওয়া।

বিভিন্ন সময়ে বিএডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট বীজ ও সারের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে অনেকেই প্রশ্ন করেন। কৃষি সমাচারের পাঠকবৃন্দের জন্য বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হল।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বীজের মাননিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সংস্থা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) যৌথভাবে নিবন্ধন ও তদারকির কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন এ ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এই নিবন্ধে আমরা এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ধারণা উপস্থাপন করবো।

বীজ কী?

বাংলা একাডেমির অভিধান মতে বীজ হচ্ছে, শস্যাদির আঁটি যা থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। আরেকটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে যে, সংরক্ষিত শস্য যা রোপণ করে নতুন ফসল উৎপাদন করা হয়। ফসলের নানা ধরনের বীজ রয়েছে। তবে যেকোনো ফসলের শস্যদানাকে বীজ হিসেবে গ্রহণ করা যাবেনা।

বীজ আইন ২০১৮ এর ২(১২) তে বীজের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে: "বীজ" অর্থ মাদকদ্রব্য অথবা চেতনানাশক হিসাবে ব্যবহার ব্যতীত, পুনঃউৎপাদন এবং চারা তৈরিতে সক্ষম নিমবর্ণিত যে কোনো জীবিত ভ্রূণ বা বংশ বিস্তারের একক (প্রপাগিউল), যেমন (ক) খাদ্য-শস্য, ডাল ও তৈল বীজ, ফলমূল এবং শাক-সবজির বীজ; (খ) আঁশ জাতীয় ফসলের বীজ; (গ) পুষ্পদায়ক ও শোভাবর্ধক উদ্ভিদের বীজ; (ঘ) পত্রযুক্ত (বিচালি) পশুখাদ্যের বীজসহ চারা, কন্দাল, বাল্ব (Bulb), রাইজোম, মূল ও কান্ডের কাটিংসহ সকল ধরনের কলম এবং অন্যান্য অঙ্গজ বংশ বিস্তারের একক।

কৃষি অধ্যয়নে বীজের নানা ধরনের প্রকার থাকলেও বীজ বিধিমালা, ২০২০ এর ১২ নং বিধিমালাতে বীজের চারটি প্রকারের কথা উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হলো: (ক) প্রজনন বীজ; (খ) ভিত্তি বীজ; (গ) প্রত্যয়িত বীজ; এবং (ঘ) মান ঘোষিত বীজ।

বীজ ডিলারের পরিচয়

যেকোনো শস্যকণা যেমন বীজ হয়ে ওঠেনা, তেমনই যেকোনো ব্যক্তিই বীজ ডিলার হতে পারেন না। সুনির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বাংলাদেশের একজন নাগরিক বীজ ডিলার হতে পারেন। বীজ আইন, ২০১৮ এর ২ (১৩) ধারা অনুযায়ী : "বীজ ডিলার" অর্থ কৃষিকাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোনো ফসল বা জাতের বীজ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উৎপাদন অথবা বিক্রয়, সংরক্ষণ, আমদানি, রপ্তানি, বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে সরবরাহের কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি, কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অথবা নিজে বা অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে স্থানীয় হাট-বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন বা মজুদকারী কোনো কৃষক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।

এই সংজ্ঞা থেকে আমরা একজন বীজ ডিলারের বৈশিষ্ট্য কী হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাই।

কেন বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন প্রয়োজন?

বীজ ফসলের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বীজ ভালো হলে ফসলও ভালো হবে। ভেজাল ও মানহীন বীজ কেবল যে কৃষকের ক্ষতি করে তা নয়, জাতীয় উৎপাদনব্যবস্থাকেও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। তাই বীজের সঠিক পরিচর্যা যেমন প্রয়োজন তেমনই বীজের সরবরাহও তদারক করা জরুরি। আর এই চিন্তা থেকেই সরকার বীজ ডিলার নিবন্ধনের নিয়ম চালু করে। নিবন্ধিত ডিলার থাকলে বীজের বণ্টনব্যবস্থা যেমন সুসংহত হয় তেমনই জবাবদিহিও নিশ্চিত করা সহজ হয়। বীজের প্রবাহে দুর্নীতি ও নৈরাজ্যকে প্রতিরোধ করতে ডিলার নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আরো যেসকল কারণে বীজ ডিলার নিবন্ধন জরুরি:

কৃষকের আর্থিক ক্ষতি ও উৎপাদন ব্যর্থতার ঝুঁকি হ্রাস করা; বাজার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করা; সরকার নির্ধারিত মূল্যে গুণগত বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা; নিবন্ধিত ডিলারদের মাধ্যমে কৃষিকার্য সম্প্রসারণ ও নীতিমালার বাস্তবায়ন সহজ করা; কৃষকের চাহিদামত যেকোনো পরিমাণ মানসম্মত সরবরাহ নিশ্চিত করা ; কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়তে মানসম্মত বীজের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা; বিএডিসি'র সারের ডিলার হওয়ার জন্য বীজ ডিলার হওয়া বাধ্যতামূলক।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বীজ ডিলার নিবন্ধন পদ্ধতি

এখানে আমরা বাংলাদেশ বীজ আইন ২০১৮, বিএডিসি বীজ বিপণন ম্যানুয়াল, ২০২৪ এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ও বিএডিসি'র ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ ডিলার নিবন্ধন পদ্ধতি এবং বিএডিসি'র বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধন ও নবায়ন বিষয়ে জানাবো।

আবেদনকারীর যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গেলে বীজ ডিলার নিবন্ধনের জন্য ৭টি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকা অত্যাবশ্যক করা হয়েছে। এগুলো হলো:

১. জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি (নতুন); ২. চালানের কপি/অনলাইন জমা (নতুন); ৩. হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর কপি (নতুন); ৪. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে বিএসএ সদস্য মর্মে সনদপত্রের কপি (নতুন); ৫. বীজ ডিলার হিসাবে নিবন্ধনের জন্য জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসারের সুপারিশ (নতুন); ৬. বীজ ডিলার হিসাবে নিবন্ধন সনদের কপি (নবায়ন) এবং ৭. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে বিএসএ সদস্য/বিএডিসি'র বীজ ডিলার মর্মে সনদপত্রের কপি (নবায়ন)।

এসব জরুরি কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রয়োজনে সত্যায়িত কপি জমা দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। নির্ধারিত পূরণকৃত আবেদন ফরম (অনলাইন/প্রিন্টেড) সংরক্ষণ করা উত্তম। এছাড়া সদ্যতোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি; দোকান বা গুদামের মালিকানার প্রমাণপত্র বা ভাড়াচুক্তির প্রমাণপত্র, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট; বাংলাদেশ সীড অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ সনদ সংগ্রহ করে রাখতে হবে। প্রয়োজনে সত্যায়িত করা লাগতে পারে।

বাংলাদেশ সীড এসোশিয়েশনের (বিএসএ) সদস্যপদ

বাংলাদেশ সীড এসোশিয়েশনের তিন ধরনের সদস্য পদ রয়েছে। এগুলো হলো: ক) সহযোগী সদস্যপদ, (খ) সীড ডিলার সদস্য পদ এবং (গ) ইন্ডাস্ট্রি সদস্যপদ।

বীজ ডিলার হিসেবে নিবন্ধনের আগে বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয় কিংবা বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটে গিয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তা অথবা স্থানীয় বিএডিসি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা উপজেলা বা জেলা কৃষি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বশীলদের নিকট থেকে কোন সদস্য পদ প্রয়োজন সেটি জানতে পারবেন। তবে সীড এসোসিয়েশনের সদস্যপদের জন্য এই কাগজপত্রর সমুহ সংগ্রহে থাকা জরুরি: ডিজিটাল স্বাক্ষরের স্ক্যান্ড কপি, প্রতিনিধিত্বকারীর ছবি, প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, টিআইএন সনদপত্রের ফটোকপি, লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন এর ফটোকপি ।

নিবন্ধন ফি সংক্রান্ত তথ্য

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যানুসারে, বীজ ডিলার নিবন্ধন/নবায়ন ফি ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা (৫ বছর মেয়াদে)। মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩ মাস পর আবেদনে বিলম্ব ফি অতিরিক্ত ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা। চালান জমার পুরাতন কোড ১-৪৩৩৮-০০০০-২৬৮১ অথবা নতুন কোড ১৪৪১২৯৯। বাংলাদেশ সীড এসোশিয়েশনের সহযোগী সদস্যপদের জন্য ২০০০ টাকা প্রয়োজন। তবে ডিলার ও ইন্ডাস্ট্রি ক্যাটাগরিতে ফি এর পরিমাণ ভিন্ন।

নিবন্ধন ও নবায়নের সময়

বছরের যে কোন সময়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে নিবন্ধনের আবেদন করা যাবে। সাধারণত ১৫-২০ কার্যদিবসের মধ্যে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে যাচাই-বাছাই পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে বীজ ডিলার নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। একই প্রক্রিয়ায় আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে বীজ ডিলার নিবন্ধনের প্রত্যয়নপত্র নবায়ন করা হয়।

মন্ত্রণালয়ে অনলাইনে আবেদন থেকে সনদপ্রাপ্তির ধাপসমূহ এমন: আবেদন গ্রহণ-আবেদন যাচাই-এসসিএ কর্তৃক এনওসি আহবান-এনওসি গ্রহণ-অনুমোদন

বিএডিসি'র বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) নিজস্ব উৎপাদিত ও আমদানিকৃত গুণগত বীজ নির্ধারিত ডিলারদের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করে। এজন্য বিএডিসি'র নিজস্ব নিবন্ধন পদ্ধতি রয়েছে। প্রতি বছর ১ জুলাই থেকে ৩১ আগস্টের মধ্যে নবায়নের আবেদন করতে হয়।

যোগ্যতা ও শর্ত

বিএডিসি'র বীজ ডিলার হওয়ার জন্য সাধারণ বীজ ডিলার নিবন্ধনের সকল শর্ত পূরণ করতে হবে। আলাদাভাবে বিএডিসি'র ডিলার হতে অনলাইন আবেদন করতে হয়। প্রতি অর্থবছরে ডিলারের কার্যক্রম মূল্যায়ন করে নিবন্ধন ও নবায়ন করা হয়। অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: পূর্ববর্তী মৌসুমের বিক্রয় প্রতিবেদন; যৌথ ব্যবসার চুক্তিপত্র হালনাগাত ট্রেড লাইসেন্স, কৃষি মন্ত্রণালয়ের বীজ ডিলার লাইসেন্স, আবেদনপত্রের ফরম ক্রয়ে রশিদ/ক্যাশ মেমো, বিএডিসি অনুমোদিত লাইসেন্সের অনুলিপি (যদি থাকে); নির্ধারিত ব্যাংকে জমাকৃত জামানত বা ব্যাংক সলভেন্সি ইত্যাদি। আরো কিছু অত্যাবশ্যক শর্ত:

১। বীজ ডিলার শিপের আবেদনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্টানকে বাংলাদেশের নাগরিক ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২। বীজ উৎপাদকারী/আমদানি কারক/নিজস্ব ট্রেডমার্কে বীজ বিপণনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ডিলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

৩। প্রতিবছর বীজ ডিলারগনকে বরাদ্দকৃত ফসলের কমপক্ষে ৩৫০০০০ টাকা বীজ উত্তোলন করতে হবে। নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য বিক্রয় করলে লাইসেন্স বাতিল করা হবে। বিএডিসি সরবরাহকৃত অরজিনাল প্যাকেট/বস্তায় বীজ বিক্রি করতে হবে।

৪। প্রতি ইউনিয়নে কমপক্ষে ১ জন করে উপজেলা ভিত্তিক সবোচ্চ ২৫ জন ডিলার হবে। তবে জাতীয় স্বার্থে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট কমিটি এ সংখ্যা বৃদ্দি করতে পারে।

৫। প্রতি বছর ১ থেকে ৩১ জুলাই এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপপরিচালক (বীজ বিপণন) বীজ ডিলার নিয়োগ কাজ শুরু করবেন এবং ৩১ আগস্টের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত নিয়োগ দিতে হবে।

৬। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত বীজ ডিলারকে লাইসেন্স ফি বাবদ অফেরতযোগ্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা উপপরিচালক (বীজ বিপণন) দপ্তরে মানি রশিদের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে অফেরতযোগ্য ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা জমা দিতে হবে।

৭। বিএডিসি'র বীজ ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি ও শর্তাবলি ভঙ্গ করলে বিএডিসি কর্তৃপক্ষ অপরাধ বিবেচনায় ডিলারদেরকে সতর্কীকরণ, বরাদ্দ বাতিল, এক/একাধিক বর্ষের জন্য লাইসেন্স স্থগিত, বাতিলসহ এক/একাধিক শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। প্রয়োজনে বীজ আইন অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সব নিয়ম মেনে প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রসহ বিএডিসি'র ওয়েবসাইটে অনলাইন আবেদনের পর বিএডিসি কর্তৃপক্ষ যাচাই-বাছাই (অনলাইন ও সরেজমিন) সম্পন্ন করে বীজ ডিলার নিবন্ধন অনুমোদন করে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত নিয়োগপ্রাপ্ত ডিলার ও সফলভাবে নবায়ন সম্পন্নকারী ডিলারগণকে অবহিত করবে।

তথ্যসূত্র: বিএডিসি বীজ বিপণন ম্যানুয়াল (প্রকাশকাল ২০২৪); কৃষি মন্ত্রণালয় ওয়েবসাইট; বীজ আইন, ২০১৮; বীজ বিধিমালা, ২০২০।

মধুমাসের মধুর ফলের উপকারিতা

কৃষি সমাচার ডেস্ক

বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। ঋতুবৈচিত্র্যের এই দেশে গ্রীষ্মকাল আসে রৌদ্রতাপ এবং ফসল ও ফলের যৌথ প্রতিনিধি হয়ে। একদিকে কালবৈশাখী ঝড়ো বাতাস, বিজলির চমক, অন্যদিকে মৌ মৌ ঘ্রাণ। এই কালের অপর নাম মধুমাস, ফসল ঘরে তুলে পাকা ফলের তৃপ্তির মধুর সময়। দেশীয় নানা জাতের ফলের সমাহারে এই সময় প্রকৃতি রসে ভরপুর হয়ে ওঠে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাস জুড়ে বাড়ির চারপাশে আম-কাঁঠাল-জাম-জামরুলে পরিপূর্ণ থাকে। স্থানীয় ও জাতীয় ফলের বাজার জমে ওঠে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, তরমুজ, বাঙ্গি, তাল ইত্যাদিও জমজমাট বেচাকেনায়। এসব ফল শুধু তৃপ্ত করে তা নয়, বরং শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী পুষ্টি উপাদানও সরবরাহ করে। এই প্রবন্ধে গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে উৎপাদিত ও প্রচলিত ৭টি সুপরিচিত ফলের পরিচয়, পুষ্টিগুণ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

আম (Mango)

আমের বৈজ্ঞানিক নাম: *Mangifera indica*। আম বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং অর্থনৈতিকভাবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফল। আম 'ফলের রাজা' হিসেবে প্রচলিত। গ্রামবাংলায় আমকে 'বেহেশতি ফল' হিসেবে প্রবীণগন গল্প করেন। দেশের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, রংপুর অঞ্চল আমের প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র। জনপ্রিয় জাতের মধ্যে হিমসাগর, ল্যাংড়া, আম্রপালি, গোপালভোগ ও ফজলি অন্যতম। আমে ভিটামিন A, C, E, ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস, বিটা-ক্যারোটিন ও পলিফেনলস থাকে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং হজমে সহায়তা করে (Hossain et al., ২০২০)। বাংলাপিডিয়ার মতে, টাটকা পাকা অবস্থায় আম সবচেয়ে উপাদেয়। পাকা আমের খোসা ছাড়িয়ে শাঁস ছোট ছোট টুকরা করে বা কেটে অথবা অবিকল অবস্থায়ও খাওয়া হয়। তরকারি বা ডালে বাড়তি স্বাদ আনার জন্যও কাঁচা আম ব্যবহৃত হয়। কাঁচা ও পাকা উভয় প্রকার আম দিয়ে আচার, জ্যাম, জেলি, স্কোয়াশ, চাটনিসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য তৈরি করা হয়। কাঁচা আম মাখা এবং পাকা আমের আমসত্ত্ব দুটি ঐতিহ্যবাহী খাবার।

বাহারি ফলের সমাহার

জাম (Black Plum /Java Plum)

আম মুখে উচ্চারিত হলেই সাথে জামের নাম চলে আসে। জামের বৈজ্ঞানিক নাম: *Syzygium cumini*। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে জাম ছাড়া মধুমাস অপূর্ণ থাকে। বাংলাদেশের জামের নানা জাত রয়েছে। কালো রঙের এই রসালো ফলটি বিশেষত ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য উপকারী। জাম অ্যান্টি-ডায়াবেটিক, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি উপাদানে সমৃদ্ধ। এতে রয়েছে ভিটামিন সি, লৌহ, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি (Rahman & Sultana, ২০১৯)। জাম ঝেঁকে মাখিয়ে খেলে প্রচণ্ড গরমেও অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক স্বাদ পাওয়া যায়। জাম এবং এর পাতা ভেষজ চিকিৎসায়ও ব্যবহৃত হয়।

কাঁঠাল (Jackfruit)

বাংলাদেশের জাতীয় ফল কাঁঠাল। এটি দুনিয়ার সর্ববৃহৎ সুস্বাদু ফল। কাঁঠালের বৈজ্ঞানিক নাম: *Artocarpus heterophyllus*। কাঁঠাল বিপুল শক্তিদায়ক ফল এবং আঁশে ভরপুর। গড়ে একশ গ্রাম কাঁঠালে ৯৫ কিলোক্যালরি শক্তি, প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম, ভিটামিন A ও B6 থাকে। জাতগুলোর মধ্যে খুলনার 'কান্দা কাঁঠাল' ও নরসিংদীর জাত উল্লেখযোগ্য (BARI, ২০২২)। তবে যশোর অঞ্চলের কাঁঠালের বিশেষ খ্যাতি রয়েছে।

বাংলাপিডিয়ায় প্রকাশিত তথ্যমতে, কাঁঠাল গাছে ফুল আসে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে এবং ফল পাকে মে-জুলাই মাসে। ফলে আছে ভিটামিন 'এ' ও 'সি', আর বীজে শর্করা, প্রোটিন ও চর্বি। রসালো শাঁস তাজা খাওয়া হয় এবং সিরাপ হিসেবেও সংরক্ষণ করা যায়। ভাজা ও সিদ্ধ বীজ এবং বীজের তরকারি যথেষ্ট জনপ্রিয়। এ ছাড়া কাঁচা ফল উত্তম সবজি। এ ফল দিয়ে আচারও বানানো যায়। গাছের পাতা ও কাঁঠালের উচ্ছিষ্ট পশুখাদ্য। কাঠ আসবাব ও বাদ্যযন্ত্রে ব্যবহার্য।

কাঁঠালের প্রতিটি অংশ ব্যবহার করা যায় বলেই এটি বাংলাদেশের জাতীয় ফল। মধুর মাস অপূর্ণ থাকে যদি কোনো ঘরে এ সময়ে কাঁঠাল না খাওয়া হয়।

তরমুজ (Watermelon)

তরমুজের বৈজ্ঞানিক নাম: *Citrullus lanatus*। তরমুজ গ্রীষ্মকালের অনিবার্য সঙ্গী। বাইরে সবুজ আর ভেতরে টুকটুকে লাল তরমুজ এদেশে আবালবৃদ্ধবণিতার নিকট খুবই পছন্দের ফল। তরমুজের ৯২% পানি। শরীরে পানির অভাব পূরণে তরমুজের ভূমিকা অশেষ। এতে লাইসোপিন, ভিটামিন C, A এবং পটাশিয়াম থাকে। পটুয়াখালী, ভোলা ও কুয়াকাটা অঞ্চল বর্তমানে প্রধান তরমুজ উৎপাদক অঞ্চল (The Daily Star, ২০২৩)। ইফতারে বা আপ্যায়নে তরমুজের শরবত বা টুকরো করে কাটা তরমুজ জনপ্রিয় ।

বাঙ্গি (Muskmelon)

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের নিকট বাঙ্গি খুবই পছন্দের একটি ফল। এটি কাঁকুর বা শসা জাতীয় ফল। একে ফুটিও বলা হয়। সাধারণত তরমুজ মুখে সুস্বাদু লাগলেও পুষ্টিগুণের দিক থেকে বাঙ্গি এগিয়ে রয়েছে। বাঙ্গি পেট ও শরীরের অন্যান্য অংশের গরম কাটাতে সহায়তা করে। বাঙ্গির বৈজ্ঞানিক নাম: *Cucumis melo*। বাঙ্গিতে থাকে বিটা-ক্যারোটিন, ভিটামিন A ও C এবং স্বল্প পরিমাণ ক্যালসিয়াম। এটি দৃষ্টিশক্তি ও ত্বকের জন্য উপকারী (Jahan & Alam, ২০১৮)। বাঙ্গি ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, অ্যাসিডিটি, আলসার প্রতিরোধে কার্যকর প্রাকৃতিক প্রতিষেধক। পাশাপাশি নিদ্রাহীনতা, ক্ষুধামান্দ্যসহ অনেক

রোগের প্রতিকার করে বাঙ্গি। দেহের ওজন কমাতে সাহায্য করা ছাড়াও বাঙ্গি গর্ভবতী নারীদের জন্য বিশেষ উপকারী ফল।

তাল (Palmyra Palm)

তাল বাংলাদেশের অতি পরিচিত একটি ফল। পাকা তাল দিয়ে তালপিঠা তৈরি করা হয় যা বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার। তালগাছ বজ্রপাত থেকে মানুষ ও পশুপাখিকে সুরক্ষা প্রদান করে। পাকা তালের মতই কাঁচা তাল বা তালের শাঁস জনপ্রিয় খাবার। গরমকালে তাল শাঁস উপাদেয় খাবার। তালের পরিচিত জাতটির বৈজ্ঞানিক নাম: *Borassus flabellifer*। তালের শাঁস ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন B সমৃদ্ধ। এতে জলীয় উপাদান ও ইলেক্ট্রোলাইট থাকার কারণে ক্লান্তি দূর করে। তালশাঁসের পাশাপাশি তালের রস থেকেও গুঁড় তৈরি হয় (যুগান্তর, ২০২৪)।

লিচু (Litchi)

লিচুর বৈজ্ঞানিক নাম: *Litchi chinensis* । লিচুর আদি নিবাস চীনে হলেও সতের শতকে দক্ষিণ এশিয়ায় আসা এ ফলটি বাংলাদেশেও ভীষণ জনপ্রিয়। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মধ্যে লিচু ফলের আলাদা কদর রয়েছে। বাংলাদেশে আঁশফল নামে নিজস্ব একটি ফল রয়েছে যা লিচুর দেশীয় সংস্করণ হিসেবে দক্ষিণাঞ্চলের গ্রামবাংলায় জনপ্রিয়। লিচুতে ভিটামিন C এর পরিমাণ বেশি, যা ত্বকের উজ্জ্বলতা ও রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। দিনাজপুরের বেদানা ও চায়না-৩ জাতের লিচু বাজারে জনপ্রিয় (FAO, ২০২০)। এছাড়াও বাংলাদেশের বেশ কিছু স্থানীয় জাতের লিচু আছে যেগুলি বাংলাপিডিয়া অনুসারে, দুই শ্রেণিতে বিভক্ত- দেশি ও বোম্বাই। ফলের খাবার উপযোগী অংশে (ফলের ওজনের ৫০-৭০%) আছে প্রধানত শর্করা (চিনি), প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন 'বি' এবং 'সি', ক্যালসিয়াম ও লোহা। লিচু তরতাজা খাওয়া উত্তম। শরবত ও টিনজাত খাদ্য তৈরি করেও এটি খাওয়া হয়।

আনারস (Pineapple)

আনারস Bromeliaceae গোত্রের Ananus satiuvs প্রজাতির রসালো ফল। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল থেকে আনারসের পরিচিত প্রজাতি পর্তুগিজদের মাধ্যমে ১৫৪৮ খ্রিষ্টাব্দে দক্ষিণ এশিয়ায় পৌঁছায়। এর বৈজ্ঞানিক নাম: *Ananas comosus*

আনারসে ব্রোমেলেইন নামক এনজাইম থাকে যা হজম প্রক্রিয়ায় বিশেষ উপকারী। সকালে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে আনারস খাওয়া বাংলাদেশের মানুষের আদিকালের চর্চা। এটি ভিটামিন C ও ম্যাঙ্গানিজসমৃদ্ধ। বাংলাদেশের সিলেট, টাঙ্গাইলের মধুপুর অঞ্চলে আনারস ব্যাপক উৎপাদিত হয় (BADC, ২০২৩)। মধুপুরের জলছত্র বাজারের আনারসের সুখ্যাতি রয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চলে হওয়া আনারসেরও ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আনারসের শরবত শরীরের জন্য উপকারী।

তথ্যসূত্র:

বিএডিসি, বারি, এফএও, দ্যা ডেইলি স্টার, দৈনিক যুগান্তর ও কিছু গবেষণা নিবন্ধ।

বীজের গুণগত মানোন্নয়নে বিএডিসি কর্মকর্তাদের নিয়ে বাকৃবিতে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) কর্মকর্তাদের জন্য 'বীজের গুণগত মান ও স্বাস্থ্য' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পাঁচদিনব্যাপী ওই কর্মশালা গত ২৯ মে সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজ রোগতত্ত্ব কেন্দ্র 'প্রফেসর গোলাম আলী ফকির সীড প্যাথলজি সেন্টার' এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র উদ্যোগ ও আর্থিক সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ২ জুন পর্যন্ত চলে।

প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যাপক গোলাম আলী ফকির সীড প্যাথলজি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. আয়ুব আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জি. এম. মুজিবর রহমান। উপস্থিত ছিলেন

বাকৃবিতে বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বিএডিসি'র গবেষণা সেলের প্রধান সমন্বয়কারী ড. মো. নাজমুল ইসলামসহ প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দ।

বিএডিসির কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করা যাবে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জি. এম. মুজিবর রহমান বলেন, 'সিড সায়েন্স নিয়ে কাজ করার এখনো আমাদের বিস্তর সুযোগ রয়েছে। বীজ নিয়ে ব্যবসা একটি বড় এবং সম্ভাবনাময় খাত। বিএডিসি ইতোমধ্যেই ব্যাপকভাবে কাজ করছে।

সূত্র: চ্যানেল২৪ এর ওয়েবসাইট।

মেধাবী মুখ

কনা আক্তারের ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর নিরাপত্তা প্রহরী জনাব কবির আহম্মদ এর কন্যা কনা আক্তার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছর মেয়াদী স্নাতক ব্যবসায় প্রশাসন সনদ অর্জন করেছেন।

তিনি দোলন-চাঁপা হলের আবাসিক শিক্ষার্থী হিসেবে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সিজিপিএ ৩.৩৮ (৪.০০ এর মধ্যে) অর্জন করেন। কনা সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

ভেজাল সার চেনার উপায়

অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য উচ্চ ফলনশীল ও হাইব্রিড জাতের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হচ্ছে। তবে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সারে ভেজাল দ্রব্য মিশিয়ে নকল সার বা ভেজাল সার তৈরি ও বিক্রি করছেন। কৃষক ভাইয়েরা একটু সতর্ক হলেই আসল সার ও ভেজাল সারের পার্থক্য বুঝতে পারবেন। এখানে কয়েকটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে আসল বা ভেজাল সার শনাক্ত করার উপায় সম্পর্কে জানানো হলো:

বিভিন্ন প্রকারের সারের নমুনা

ইউরিয়া সার চেনার উপায়

আসল ইউরিয়া সারের দানাগুলো সমান হয়। তাই কেনার সময় প্রথমেই দেখে নিতে হবে যে সারের দানাগুলো সমান কিনা। ইউরিয়া সারে কাঁচের গুঁড়া অথবা লবণ ভেজাল হিসাবে যোগ করা হয়। চা চামচে অল্প পরিমাণ ইউরিয়া সার নিয়ে তাপ দিলে এক মিনিটের মধ্যে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ তৈরি হয়ে সারটি গলে যাবে। যদি ঝাঁঝালো গন্ধসহ গলে না যায়, তবে বুঝতে হবে সারটি ভেজাল।

টিএসপি সার চেনার উপায়

টিএসপি সার পানিতে মিশালে সাথে সাথে গলবে না। আসল টিএসপি সার ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা পর পানির সাথে মিশবে। কিন্তু ভেজাল টিএসপি সার পানির সাথে মিশালে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গলে যাবে বা পানির সাথে মিশে যাবে।

ডিএপি সার চেনার উপায়

ডিএপি সার চেনার জন্য চামচে অল্প পরিমাণ ডিএপি সার নিয়ে একটু গরম করলে এক মিনিটের মধ্যে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ হয়ে তা গলে যাবে। যদি না গলে তবে বুঝতে হবে সারটি সম্পূর্ণরূপে ভেজাল। আর যদি আংশিকভাবে গলে যায় তবে বুঝতে হবে সারটিতে আংশিক পরিমাণ ভেজাল আছে। এছাড়াও কিছু পরিমাণ ডিএপি সার হাতের মুঠোয় নিয়ে চুন যোগ করে ডলা দিলে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ বের হবে। যদি অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ বের না হয় তাহলে বুঝতে হবে সারটি ভেজাল।

এমওপি বা পটাশ সার চেনার উপায়

পটাশ সারের সাথে ইটের গুঁড়া ভেজাল হিসাবে মিশিয়ে দেয়া হয়। গ্লাসে পানি নিয়ে তাতে এমওপি বা পটাশ সার মিশালে সার গলে যাবে। তবে ইট বা অন্য কিছু ভেজাল হিসাবে মিশানো থাকলে তা পানিতে গলে না গিয়ে গ্লাসের তলায় পড়ে থাকবে। তলানি দেখে সহজেই বুঝা যাবে সারটি আসল নাকি ভেজাল।

জিংক সালফেট সার চেনার উপায়

জিংক সালফেট সারে ভেজাল হিসাবে পটাশিয়াম সালফেট মেশানো হয়। জিংক সালফেট সার চেনার জন্য এক চিলতে জিংক সালফেট হাতের তালুতে নিয়ে তার সাথে সমপরিমাণ পটাশিয়াম সালফেট নিয়ে ঘষলে ঠান্ডা মনে হবে এবং দইয়ের মতো গলে যাবে।

সূত্র: কৃষি তথ্য সার্ভিস

বিএডিসি'র সোলার এলএলপি সাইট পরিদর্শনে বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি ডেলিগেট

গত ২৪ মে ২০২৫ তারিখে বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি ডেলিগেট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষকগণ ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার ধীতপুর ১ কিউসেক সোলার এলএলপি সাইট পরিদর্শন করেন।

এ সময়ে সংস্থার সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব ইউসুফ আলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব সারওয়ার হোসেন, সহকারী প্রধান প্রকৌশলী জনাব নুর মোহাম্মদ এবং ময়মনসিংহ জেলার সেচ উইং এর সংশ্লিষ্ট সকলে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, উক্ত সাইটে সৌর চালিত অটো চার্জিং স্টেশন ও কুলিং প্লান্ট নির্মাণের প্রস্তাবনা রয়েছে।

বিএডিসি'র সোলার এলএলপি সাইট পরিদর্শনের পর ফটোসেশনে বিএডিসি'র কর্মকর্তা, বাকৃবি শিক্ষকবৃন্দ এবং বার্মিংহাম সিটি ইউনিভার্সিটি ডেলিগেট

প্যাকেট ও কার্ড দেখে ভাল বীজ চেনার উপায়

ভাল বীজ: ভাল বীজ সেই বীজকে বলা হয় যে বীজ বংশগতভাবে বিশুদ্ধ অর্থাৎ জাতগতভাবে বিশুদ্ধ, অঙ্কুরোদগমক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগের উপর, বীজের মধ্যে পানির পরিমাণ বীজভেদে ৮-১২% এর মধ্যে থাকে। এ বীজ মাঠে লাগালে অবশ্যই সবল, সুস্থ, সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক চারা উৎপাদনে সক্ষম।

ভাল বীজ ব্যবহারের উপকারিতা

ভাল বীজ ব্যবহারে কৃষক ভাইয়েরা অনেকভাবে উপকৃত হয়। যেমন:

০১। ভাল বীজ ব্যবহার করলে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ ফলন বেশি হয়

০২। উৎপাদন খরচ কম হয়

০৩। চাষী ভাইয়েরা ফসলের ফলন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন

০৪। ফসলে রোগ পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয় কারণ ভাল বীজ হতে উৎপন্ন গাছ তেজসম্পন্ন হয় এবং

০৫। সর্বোপরি আমরা সবাই জানি,"সুবংশে সুন্তান জানিবে নিশ্চিত"

ভাল বীজ চেনার উপায়

চাষী ভাইয়েরা সাধারণত এলাকার বাজার হতে বীজ কিনে থাকেন। এক্ষেত্রে ভাল বীজ ব্যবসায়ী তাদের কাছে অনেকটা চেনা পরিচিত হয়। ফলে বীজ ক্রয় করে ঠকার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। তবে ভাল বীজ চেনার বেশ কয়েকটি তথ্য প্যাকেটের গায়ে দেয়া থাকে যেমন:

০১. ভাল বীজের প্যাকেট সাধারণত চকচকে ঝকঝকে হয় এবং বীজ কোম্পানির নাম ও লোগো স্পষ্টভাবে প্যাকেটের গায়ে ছাপ মারা থাকে, যা দেখে চাষী ভাইয়েরা সহজেই ভাল বীজ চিহ্নিত করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ যেমন: বিএডিসি'র বীজের প্যাকেট ও ব্রান্ড চাষী ভাইদের অত্যন্ত চেনা।

০২. বীজ প্যাকেটের গায়ে বীজের গুনাগুণ সম্পর্কে যেমন- বীজের বিশুদ্ধতার হার, অঙ্কুরোদগমক্ষমতার শতকরা হার, বীজে আর্দ্রতার শতকরা হার, বীজে উৎপাদনকারীর/কোম্পানির নাম, উৎপাদন বর্ষ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ এর তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।

০৩. বীজ ব্যবসায়ী/ কোম্পানির বীজ কার্ড ও সরকারী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কার্ড বীজের যাবতীয় তথ্যসমেত প্যাকেটে গায়ে আটকানো থাকে।

উপরের বিষয়গুলি যাচাই করলেই ভাল বীজ কিনা তা বোঝা যায়।

বীজ কার্ড: প্রতিটি প্যাকেটের গায়ে বীজের কার্ড লাগানো থাকে। এ কার্ডগুলি বীজের শ্রেণিভেদে বিভিন্ন রংয়ের হয়। এ কার্ড প্যাকেটের ভিতরের বীজের গুণমান সম্পর্কে তথ্য অবহিত করে। এ কার্ড যেমন বীজ ব্যবসায়ী/কোম্পানি কর্তৃক বীজের গুণাগুণ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে পাশাপাশি "বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি" কর্তৃক প্রদানকৃত সরকারি কার্ডও লাগানো থাকে। তাতেও বীজের গুণাগুণ সম্পর্কিত তথ্য থাকে। এ কার্ড দেখে চাষী ভাইয়েরা প্যাকেটের ভিতর সংরক্ষিত বীজের গুণাগুণ সম্পর্কে জানতে পারেন।

বীজ কার্ডে যে সকল তথ্য থাকে

এতে বীজের শ্রেণী, বীজের নাম, জাত, উৎপাদন বর্ষ, বীজের বিশুদ্ধতা, বীজের আর্দ্রতা, বীজের অঙ্কুরোদগমক্ষমতা, উৎপাদনবর্ষ, কতদিন পর্যন্ত বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে, বীজের পরিমাণ ও মূল্য ইত্যাদি লেখা থাকে। তবে বীজের শ্রেণিভেদে বীজের বিশুদ্ধতার তারতম্য হয় এবং বীজের তারতম্য হয় এবং বীজের কার্ডের রংও ভিন্ন হয় ।

বীজ কার্ডের রং দেখে যেভাবে বীজের শ্রেণির/মান বুঝা যায়: বীজের জন্মলগ্ন থেকে বংশ পরম্পরা অনুযায়ী শ্রেণি হিসাবে ভাগ হয়ে থাকে। এই শ্রেণীভেদ কার্ডের রংয়ের ভিন্নতা দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ বীজের শ্রেণি অনুযায়ী:

০১। মৌলবীজ এর প্যাকেটে সবুজ রংয়ের কার্ড লাগানো থাকে

০২। ভিত্তি বীজ এর প্যাকেটে সাদা রংয়ের কার্ড লাগানো থাকে

০৩। প্রত্যয়িত বীজ এর প্যাকেটে নীল রংয়ের কার্ড লাগানো থাকে

০৪। মানঘোষিত বীজ এর প্যাকেটে হলুদ রংয়ের কার্ড লাগানো থাকে।

এ ব্যাপারে চাষী ভাইদের আরও কিছু জানার থাকলে নিকটস্থ ইউনিয়ন পর্যায়ে সাব এসিসট্যান্ট কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কর্মকর্তা এবং বিএডিসি'র কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

চাঁদপুরে বীজ ডিলার প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ০৪ মে, ২০২৫ তারিখে 'কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ' প্রকল্পের আওতায় ১ দিনব্যাপী বিএডিসি'র বীজ ডিলার প্রশিক্ষণ চাঁদপুর জেলায় অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর জেলা প্রশাসক জনাব মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: গোলাম জাকারিয়া, প্রশাসক, চাঁদপুর পৌরসভা। আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো: বদর উদ্দিন ভূঁইয়া, যুগ্মপরিচালক (সার) বিএডিসি, কুমিল্লা অঞ্চল, কৃষিবিদ ড. মা: হায়দার হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা প্রমুখ। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন কৃষিবিদ মো: নিগার হায়দার খান, উপপরিচালক (বীবি) বিএডিসি, কুমিল্লা অঞ্চল।

চাঁদপুরে বীজ ডিলার প্রশিক্ষণে ডিলারদের ক্রেস্ট প্রদান করা হয়

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের কৃষি

অবিরাম বৃষ্টিতে আমন লাগানোর ধুম, আউশের যত্ন, পাটের পরিচর্যা, বৃক্ষ রোপণ এমনি হাজারো কাজ নিয়ে শুরু হয় শ্রাবণ মাস। আসুন চাষী ভাইয়েরা, জেনে নিন এ মাসের কাজগুলো।

ধান: শ্রাবণ মাস আমনের চারা লাগানোর ভরা মৌসুম। একই জমিতে সময় মত রবি ফসলের চাষ করতে চাইলে এ মাসের মধ্যে আমন রোপণ শেষ করতে হবে। চারার বয়স জাতভেদে ২৫-৩৫ দিনের হলে ভাল হয়। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর-১০, বিআর-১১, ব্রি ধান৩০, ব্রি ধান৩১, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪১, ব্রি ধান৪৪, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৪৯, বিনাধান-৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়। চারা রোপণের পূর্বে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সার নির্দেশিকা অনুসরণ করে কিংবা ব্লক সুপারভাইজারের নির্দেশনা নিয়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। উফশী আমন ধানের জন্য সারের সাধারণ মাত্রা হচ্ছে একর প্রতি ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা= ৭০ঃ২০ঃ৩২ঃ১৮ঃ২। ইউরিয়া ছাড়া বাকি সব সার রোপণের পূর্বে জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। শ্রাবণেই আউশ ধান পাকা শুরু হয়। প্রায় প্রতিদিন বৃষ্টি হয় বলে সময় বুঝে আউশ কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই করে শুকিয়ে নিন।

পাট: পাট গাছের বয়স চার মাস হলেই পাট কাটা শুরু করা যেতে পারে। পাট কেটে চিকন ও মোটা গাছ আলাদা করে আটি বেঁধে গাছের গোড়া ৩/৪ দিন এক ফুট পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর জাগ দিলে সুষমভাবে পাট পঁচে। বন্যার কারণে সরাসরি পাট গাছ হতে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে পাট কাটার আগে পাটের ডগা কেটে উঁচু জায়গায় লাগিয়ে সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায়। পাটের ডগার কাণ্ড ১৫-২২ সে.মি. করে কেটে কাদা করা জমিতে একটু কাত করে রোপণ করুন। তবে খেয়াল রাখুন যাতে প্রতি টুকরায় পাতাসহ ২/৩টি কুঁড়ি থাকে।

সবজি: গ্রীষ্মকালীন সবজির গোড়ায় পানি জমে থাকলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিন এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিন। এ সময় শিমের বীজ লাগানো যায়। তাছাড়া তাপসহনশীল মুলার বীজও এ মাসে রোপণ করা যায়।

বৃক্ষরোপণ: আষাঢ় মাসের মত এ মাসেও বৃক্ষরোপণ চলছে। ফলজ বনজ ঔষধি গাছের চারা রোপণের ব্যবস্থা নিন। চারা রোপণ বা কলম হতে হবে স্বাস্থ্যবান ও ভাল জাতের। চারা রোপণ করে গোড়াতে মাটি তুলে খুঁটির সাথে সোজা করে বেঁধে দিন। গরু-ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রোপণ করা চারার চারপাশে বেড়া দিন।

ভাদ্র মাসে কৃষিতে করণীয়

ধান: শ্রাবণ মাসে লাগানো আমন ধানের জমিতে অনুমোদিত মাত্রায় ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগ করুন। চারা লাগানো ১২-১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ নতুন শেকড় গজানোর সাথে সাথে প্রথম কিস্তির ইউরিয়া প্রয়োগ করে আগাছা পরিস্কার তথা মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে এবং জমিতে পরবর্তীতে অল্প পরিমাণ পানি রাখতে হবে। সার দেয়ার পর লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জমির পানি বাইরে না যায়। ভাদ্র মাসে নাবি জাতের আমন ধান লাগানো শেষ করতে পারলে আশানুরুপ ফলন পাওয়া যায়। নাবি জাতের উফশী আমন ধানের মধ্যে বিনাশাইল, বিআর-২২, বিআর-২৩, ব্রি ধান৪৬ অন্যতম।

পাট: ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট কাটা শেষ করলে আঁশের মান ভাল থাকে। পাটের আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ধোঁয়ার পর ৪০ লিটার পানিতে এক কেজি তেঁতুল গুলিয়ে তাতে আঁশগুলো ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। এতে উজ্জ্বল বর্ণের আঁশ পাওয়া যায়। নাবি পদ্ধতিতে পাট বীজ উৎপাদনের জন্য এখনই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

ডাল ও তৈল: এ মাসের মধ্যে মুগ, মাসকলাই ও সয়াবিন বীজ বপন করতে হবে। এ তিনটি ফসলই মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয় বলে মাটিতে জো আসা মাত্রই বীজ রোপণ করতে হবে। বারিমুগ-৬, বিনামুগ-৫, বারিমাস-৩, বারি সয়াবিন-৬ উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে অন্যতম।

শাক-সবজি: আগাম শীতকালীন সবজির চাষ করতে চাইলে এ মাসেই বীজতলা তৈরি করতে হবে। অর্ধেক মিহি মাটি ও অর্ধেক পঁচা গোবর মিশিয়ে এক মিটার চওড়া ও দুই মিটার লম্বা বেড তৈরি করে তাতে বপন করে মিহি মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। বৃষ্টি তোড় থেকে রক্ষার জন্য বেডের উপর ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে।

সংরক্ষিত বীজ ও শস্য: সংরক্ষিত বোরো বীজ, গম বীজ, ভুট্টা বীজ, ডাল ও তৈল বীজ ভাদ্র মাসের রৌদ্রে শুকিয়ে পোকামুক্ত করে পুনরায় গোলাজাত করতে হবে। এতে বীজের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে।

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

চট্টগ্রামে "ট্রান্সফরমিং বাংলাদেশ এগ্রিকালচার: আউটলুক ২০৫০" শীর্ষক কর্মশালায় কৃষি সচিব ড. মোহাম্মদ এমদাদ উল্লাহ মিয়ান এর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

চট্টগ্রামে "ট্রান্সফরমিং বাংলাদেশ এগ্রিকালচার: আউটলুক ২০৫০" শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খানসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে 'পানির সংকট নিরসনে করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট কৃষি মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবদ্বয়ের সাথে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খান

চিত্রে বিএডিসি'র কার্যক্রম

দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় বোরো ধান কাটা উদ্বোধনের পর বিএডিসি'র উৎপাদিত ব্রি৮৮ জাতের ধান ক্ষেত পরিদর্শন করছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এসময় বিএডিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

গত ৩ জুন ২০২৫ তারিখে বিএডিসি'র সদর দপ্তর কৃষি ভবনের মসজিদে মহান স্বাধীনতার ঘোষক ও আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরউত্তম এঁর ৪৪তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (বি-১৯০৪) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে

রাজধানীর গাবতলীতে বিএডিসি'র মিরপুর বীজ বর্ধন খামারের জমি পরিদর্শন করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) জনাব মোঃ রুহুল আমিন খানসহ সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র রাজশাহী উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে উৎপাদিত আঠামুক্ত বারোমাসি থাই কাঁঠাল ও লিচু

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২২৩৩৫৭৬৮৫, ইমেল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, এম. এ. প্রিন্টিং সলিউশন , ১১২/২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।